দৈনিক বাংলা

253

তারিখ ... 26/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষা-বিস্তারে শেরে বাংলার ভূমিকা

সেকালে এই উপমহাদেশের এ অঞ্চলের অর্থাৎ বাংলার সাধারণ মানুষ অশিক্ষায়, দারিদ্র্য এবং হতাশায় নিমজ্জিত ছিল. সেকালেই দেশের প্রবহমান রাজনৈতিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ফজলুল হক উপলব্ধি করেন যে, অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধার করার একমাত্র পথ তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধন। শিক্ষা ছাড়া সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকারবোধ ও স্বাধীন চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা বিস্তারকে তিনি তাঁর

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম কর্মোদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন।

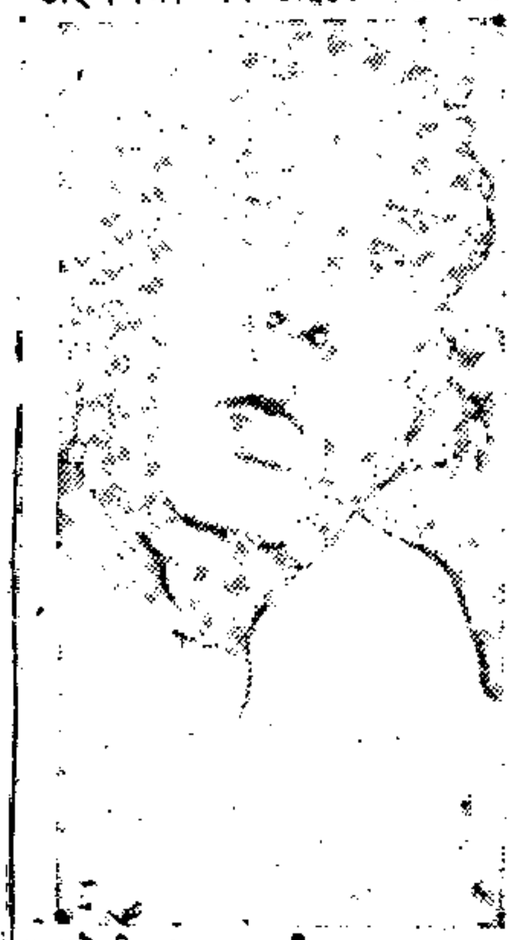

১৯০৬ সালে সব ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী পেশ করে বক্তব্য রাখেন। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ বছর। উক্ত ভাষণ এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ দলিল হিসেবে চিহ্নিত।

১৯১২ সালে ফজলুল হক কলকাতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি (সেন্ট্রাল মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন) নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই মুসলিম শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে তিনি বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে ঢাকা আসানউল্লাহ ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল প্রাঙ্গণে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে সাথে সেকালে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের শিক্ষা বর্জননীতি কখনও সমর্থন করেননি। শিক্ষা বর্জন করলে পশ্চাদপদ বঞ্চিত মুসলমান সমাজ আরো পিছিয়ে যাবে। শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে অধিকার বৈষম্য নীতির শিকার হবে, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে থাকাকালেও গণশিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ও শিক্ষা বর্জন নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতি তিনি সহযোগিতা প্রত্যাহার করেন।

ফজলুল হকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'বেকার হোস্টেল' ও 'কারমাইকেল হোস্টেল' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর একক প্রচেষ্টায় উক্ত দুটি ছাত্রাবাস থেকে লেখাপড়া শেখেন দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি।

১৯১৯ সালে সারা ভারতব্যাপী শুরু হয় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম ঘটে। একজন সত্যিকার শিক্ষা দরদী হিসেবে ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন উক্ত আন্দোলনে কোন সঠিক ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নেই। তাই তিনি শিক্ষানীতির জন্য ঐ আন্দোলনের বিরোধীই রয়ে যান।

কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারী এ কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রিত্বের কাল ছয় মাস হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি কলকাতায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজই পরে ইসলামিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। ইতিপূর্বে মুসলমানদের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হত না। ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান শিক্ষকদের এনে এই কলেজে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন করেন এবং একটি স্বতন্ত্র মুসলিম তহবিল গঠন করেন। সে সময়ে সরকারী স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুলে আরবী, ফার্সী পড়ানো হতো না। তিনি উপলব্ধি করলেন মফস্বল স্কুলে আরবী ও ফার্সী পড়ানোর ব্যবস্থা না করলে মুসলমানদের শিক্ষার আগ্রহ বাড়বে না। তাই তিনি আদেশ জারী করলেন কোন স্কুল সরকারী সাহায্য পেতে চাইলে একজন মুসলমান শিক্ষক ও একজন মৌলবী রাখতে হবে। ফজলুল হক মুসলমান ছাত্রদের জন্য সকল স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থাও করেন। এই ব্যবস্থার ফলে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের স্বীকৃতি পাওয়া ছিল এক বিরাট কঠিন সমস্যা। তাই ফজলুল হক এ ব্যাপারে এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপকাঠির আকমল কলেজ। এ ছাড়া তাঁরই প্রচেষ্টায় ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ মুসলিম হোস্টেল, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ মুসলিম হোস্টেল এবং মুসলিম ইনস্টিটিউটের বিরাট ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছয় মাস শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মহামান্য আগা খান ও স্যার মোহসীন-উল-মুল্ক প্রমুখের প্রচেষ্টায় আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে একজন নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ছিলেন। ফজলুল হক ছিলেন নব প্রতিষ্ঠিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে এগারো সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তিনি হন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের মত দেশরক্ষা বিভাগ নেওয়ার পরিবর্তে ফজলুল হক নিলেন শিক্ষা বিভাগ। এ দেশের সাধারণ মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষা বিভাগ নিজেই হাতে নিলেন। তিনি ছিলেন গণশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যাতে সমান অধিকার পায়, তার সঠিক নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত মুসলমানরা যাতে শিক্ষার আলো দেখতে পান, তার সুব্যবস্থা করা।

ফজলুল হক বাংলার অবহেলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য 'মাওলা বখশ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তখন থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। আজও ৩৭ বছর পরেও এই অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থাই রয়েছে, পরিবর্তন আর হলো না। প্রাইমারী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করে সাধারণ মানুষের আলোর দিশারী ফজলুল হক এদেশে কৃষকসমাজের যে উপকার করেছেন, যার ফলে আমরা আজ ঘরে ঘরে শিক্ষিত হতে পেরেছি এবং গ্রাম, গঞ্জ, থানায় থানায় অসংখ্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কলকাতায় লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধীন আনয়ন করে তিনি স্কুলটির অনেক উন্নতি সাধন করেন।

১৯৪০ সালে শেরে বাংলার প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ। এই সময় তাঁর নিজ গ্রাম চাখারে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি একটি মাদ্রাসা ও একটি হাইস্কুল তাঁরই সৃষ্টি। শার্ষিনা মাদ্রাসা বাংলাদেশের বিশিষ্ট মাদ্রাসাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই শার্ষিনা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য শেরে বাংলার দান অপরিমেয়। তফসিলী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। রাজশাহীর মওলানা ইদ্রিস আহমদ রাজশাহীতে ফজলুল হকের নামানুসারে আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কলেজের উন্নতির জন্য শেরে বাংলা বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে শেরে বাংলার অবদান অপরিসীম। বাংলার মুসলমান তথা সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক।

মুহম্মদ আবদুল খালেক